যারা মিডিয়ার মাঠে তাদের জন্য একটি বার্তা

বার্তা প্রেরনকারী শাইখ আনোয়ার আল আওলাকি
(আল্লাহ্ তাঁকে রক্ষা করুক)



আল-কাদিসিয়াহ মিডিয়া

بسم الله الرحمن الرحيم

যারা মিডিয়ার মাঠে তাদের জন্য একটি বার্তা

সকল প্রশংসা আল্লাহতাআলার জন্য, এবং শান্তি ও দোয়া নবী এবং বার্তাবাহকদের নেতার উপর, তাঁর পরিবারের সকল সদস্য এবং সাথীদের উপর প্রতিফলন দিবসের আগ পর্যন্ত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতাআলা বলেনঃ

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (৪৫:১৮)

অবশ্য আমেরিকা হচ্ছে প্রচন্ড সাম্রাজ্যের লিপ্সুক, স্বাধীনতার অজুহাতে এইটি সকল প্রকারের অপরাধ,নৈতিকতা বিরোধী কাজ মানব প্রবনতার যথাযথ এবং সোজা বিপরীত।

আমেরিকা এবং পশ্চিমারা তখনই মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যপারে কথা বলে যেইটি কুফর এবং বিকৃত রুচির ইচ্ছার উপর হয়। যেইটা কিনা তাদের সত্যিকারের মুখোশকে উন্মোচিত করে সেইটা ব্যতীত তারা সবকিছু প্রকাশ করে।

আমেরিকার জনসাধারন বিকৃত রুচির অনেক উচু পর্যায় প্রদর্শন করে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজে নতুন একটি আইনে স্বাক্ষর করেছেন যেইটি সৈন্যবাহিনীর সমকামীতাকে অনুমোদন দেয়ার মাধ্যমে তাদের অধঃপতনের পর্যায় প্রকাশ করে, যেখানে এই লোকগুলো পৌঁছে গিয়েছিল যেটি কিনা কুফর এবং নৈতিকতার ভিন্নতার সকল ছায়া এবং বুঝানোকে বাস্তবরূপ দান করে, নবী এবং বার্তাবাহকদেরকে যেইটিকে ধ্বংস করতে পাঠানো হয়েছিল। যারা কিনা আমেরিকা এবং তাদের এজেন্টদের অপরাধগুলোর মুখোশ উন্মোচিত করতে চায় তাদের মত প্রকাশের কোন স্বাধীনতা নেই। আমেরিকা এবং ইহার চামচারা তাদের আইনগুলোকে প্রচারের মাধ্যমে অনেক বেশি প্রতারনা করছে যেইটিকে তারা বলে স্বাধীনতা,গনতন্ত্র এবং মানবাধিকার, যেখানে এই বাক্যগুলো আর কিছুই না পৃথিবীর সম্পদগুলোকে দখল করার জন্য একটি পর্দা।

যারা প্রচার মাধ্যম এবং সাংবাদিতায় কাজ করেন তারা চাচ্ছেন জনগনের কাছে সত্য ঘটনাগুলো প্রকাশ করতে, তারা আমেরিকা এবং তাদের চামচাদের সঠিক মুখোশকে উন্মোচিত করার চেষ্টা করছেন, তারা পরীক্ষা এবং চেষ্টা করেছিলেন। সাঈদ আলী জাঈর সৌদী শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার ব্যাখ্যার কারনে বন্দী হয়েছেন। তাঈসীর আলুউনি এবং সামী আল-হাজ বন্দী হয়েছিলেন আফগানিস্তানে আমেরিকার অপরাধগুলোর ব্যাখ্যার কারনে, এখন ইয়েমেনে ফ্রিল্যান্স রিপোর্টার আব্দুল ইলাহ হায়দার শাঈয়ী বন্দী হয়েছিলেন ইয়েমেনে আমেরিকার অপরাধগুলোর ব্যাখ্যার কারনে। আমেরিকা আবায়ান এবং শাবওয়াহতে বোমা বর্ষন করেছিল এবং তারপর ইয়েমেনি সরকার এই ঘটনার জন্য দায়িত্ব স্বীকার করেছিল। আব্দুল ইলাহ প্রথম ইয়েমেনের জনগনের বিরুদ্ধে আমেরিকা এবং ইয়েমেনি সরকারের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করেছিলেন। সাংবাদিক আব্দুল ইলাহ খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন তার গ্রেপ্তারের ঘটনার পিছনে এইটি ছিল আচরনের কারন। আব্দুল ইলাহ হায়দার শাঈয়ী ছিলেন অশান্ত সমুদ্রের মিথ্যা কাহিনী এবং গোপনীয়তার তরঙ্গের মধ্যে একটি সত্যের কন্ঠস্বর।

সত্যতা এবং নীরবতাকে তারা গোপন করে। আব্দুল ইলাহ হচ্ছেন একটি মোমবাতি যেটা কিনা রাজনীতিকরনের আরোপিত অন্ধকারের আলো এবং নিয়ন্ত্রিত আরব মিডিয়া আল্লাহকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারবে না। ইন্টারনেট হচ্ছে সর্বপ্রকার তথ্যে পরিপূর্ন খোলা বিশ্ব। এইটি জ্ঞান

এবং তথ্য ধারন করে কিন্তু এতে গুনাহ এবং সীমালংঘনকারী অনেক কিছু আছে। এর সমস্ত কিছু উন্মুক্ত এবং সহজে পাওয়া যায়। যাহোক এখনও পর্যন্ত সত্যতার জন্য দাঁড়াতে লড়াই এবং প্রতিরোধ করতে হচ্ছে। শুধু এইটিই নয় আমেরিকা উইকিলিকসের মত ওয়েবসাইটগুলোকে বাধা দিতে সংগ্রাম করছে শুধু ইরাকে আমেরিকার যুদ্ধের কিছু ঘটনার ব্যপারে সত্য মন্তব্যের কারনে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার আমেরিকা ও তার দালালদের আলোচনার ব্যপারে।

অবশ্যই ইয়েমেনের সরকারের আমেরিকার সাথে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইয়েমেনের জনগনের উপর বোমা নিক্ষেপ কখনও ভোলা যাবে না। প্রচার (মিডিয়া) মাঠের প্রক্রিয়ার আন্তরিকদের অবশ্যই আব্দুল ইলাহের কাজকে ধারন করতে হবে এবং তাঁর পথে চলতে হবে যেইটি সে প্রকাশ করেছিল। এই ষড়যন্ত্রের সত্যতা অবশ্যই প্রত্যেক পরিজনের কাছে পৌঁছবে। সম্পূর্ন ইসলামিক বিশ্বের যারা মিডিয়ার মাঠে তাদের অবশ্যই আমেরিকার মেঝের জটকে থামানো উচিত এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত তাদের ঔপনিবেশিকতাবাদের পরিকল্পনাগুলোর বিস্তার থামাতে।

তাঈসীর আলুউনি, সামী আল-হা, এবং আব্দুল ইলাহ হায়দার এই ধরনের মূলতত্বের সাংবাদিকের উদাহরন। যারা কিনা প্রচারের(মিডিয়ার) মাঠে আছে তারা আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবে জনগনের কাছে তারা কি উপস্থাপন করেছিল। তাদের কাজ সুপরিচিত মনগুলোকে গঠন করা। আজকের আমেরিকা এবং আগের ফেরাউনের মধ্যে বৃহ আকারের সাদৃশ্যতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾

ফেরাউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (৪০:২৬)

আজকে যারাই আমেরিকার বিকৃত রুচির মুখোশকে উন্মোচিত করছে তাদেরকেই তারা সন্ত্রাসী বলছে। যে ইহার বিরুদ্ধে কথা বলবে সে মুসলিম হোক বা নাহোক তাকে হত্যা করতে আমেরিকার পকেটগুলো বন্দুকের গুলি রাখার জন্য প্রস্তুত। হোমাইদান আল তুর্কি যে কিনা আমেরিকার ইসলামিক প্রকাশনীর তত্বাবধানকারী ছিল তাকে মিথ্যাভাবে অভিযোগ করে তার উপর অনৈতিক অপরাধ করেছিল যেখানে তিনি উনত্রিশ বছর কাজের বাইরে। এবং আজকে, একইভাবে উইকিলিকসের মালিকও অভিযুক্ত হচ্ছেন , হোয়াইট হাউসের ভিতরের গোপন বিষয় প্রকাশ হওয়ার ভয় থেকে তার কাজের মনোযোগ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং এক পাশে সরানোর জন্য এগুলো করা হচ্ছে।

আব্দুল ইলাহ তাঁর সাংবাদিকতার আবশ্যকতা(ফরজ) সম্পূর্ন করেছিলেন, এবং এই জায়গার ও অন্যান্য জায়গার সকল সাংবাদিক, আব্দুল ইলাহের গোত্র এবং ইয়েমেনের সাধারন জনগন অবশ্যই তাকে রক্ষা করতে এবং সাহায্য করতে তাদের আবশ্যকতা(ফরজ) পালন করেছেন। অবশ্যই আমরা আব্দুল ইলাহ শাঈয়ীকে উসাহ দিব এবং সকল আন্তরিক মুসলিম সাংবাদিকদের আল্লাহর সাহায্য খোঁজার জন্য এবং এই লাজুকতা থেকে দূরে থাকা যাবে না।

আমরা পুনরায় তাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহতাআলা কি বলেছিলেন সেইটি স্মরন করিয়ে দিতে পারিঃ

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

বলুনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (১৭:৮১)

শান্তি ও দোয়া আমাদের নবী মুহাম্মদ, এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্য উপর এবং সাথীদের উপর।